সংবাদ পরিষেবা | মার্চ ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

জলবায়ু বদল ও ন্যায়ের প্রশ্ন

২৮/৫০

সুব্রত কুণ্ডু

এই যে বড় বড় পরিবেশ সম্মেলন হচ্ছে তার পৃষ্ঠপোষক কারা? মানে কারা টাকা জোগাচ্ছে? জানেন? ধরুন জলবায়ু বদল নিয়ে গ্লাসগোর (কনফারেন্স অব পার্টিস বা কপ-২৬) সম্মেলন। টাকা দিলো কারা– মাইক্রোসফট, ইউলিভার, হিটাচি, গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লাইন, জাগুয়ার-ল্যান্ডরোভার এবং আইকিয়ার মতো প্রায় ডজন খানেক দৈত্যাকার কোম্পানি– যাদের আমরা কর্পোরেট বলে জানি। তারপর হল কপ-২৭। ২০২২ এর নভেম্বরে। মিশরের শার্ম আল শেখ শহরে। এখানে টাকা দিল ১৮টি কোম্পানি। কোকাকোলা, সিমেন্স, আইবিএম, গুগুল, সোডিক, সিসকো এর মধ্যে কয়েকটি নাম। প্রতি সম্মেলনেই একটি করে গ্রিন কর্নার থাকে। যেখানে পৃথিবী বাঁচাতে বিভিন্ন নতুন নতুন প্রযুক্তি, ব্যবস্থা, সম্ভাবনার প্রদর্শনী করে এই কর্পোরেটগুলি। কর্নার বললেও পরিবেশ সম্মেলনগুলির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এই জায়গাটি। এতো ভালো কথা ! সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে তবেই তো আমরা জলবায়ু বদল রুখে দিতে পারব।

কিন্তু এত ভালোও কি ভালো! মুনাফাবাজ কর্পোরেটদের ধান্দাটা অন্যখানে। জলবায়ু বদল যে হচ্ছে এটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে, এর জন্য বাজার অর্থনীতি এবং তার কারিগর ওই কর্পোরেটগুলি দায়ী। তবে পরিবেশ সম্মেলনে টাকা ঢেলে তারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, ধান্দার ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে চাইছে। দিনের পর দিন প্রকৃতি পরিবেশ লুঠে নেওয়া কর্পোরেটগুলি এখানেও তাদের ধান্ধা খুলে বসেছে মুনাফার জন্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে গ্লাসগোর সম্মেলন (কপ-২৬)-এ ১৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের তহবিল তৈরির কথা হয়েছে। এর সিংহভাগই যাতে কার্বন নির্গমন কমানোর কাজে ব্যবহার হয় তার জন্য দেশ নেতা ও ধান্দাজীবীরা লাফিয়ে পড়েছে। সে জন্যই কার্বন নির্গমন কমানোর প্রযুক্তি নিয়েই গ্রিন কর্নারে প্রদর্শনী চলেছে, ভবিষ্যতে বড় ব্যবসার সুযোগ তৈরি করতে।

কেতাবি ভাষায় জলবায়ু বদল ঠেকাতে দুই ধরনের উদ্যোগ দরকার এক, মিটিগেশন– বাংলায় প্রশমন, নিরসন বা কমানো। কি কমানো হবে? গ্রিনহাউস গ্যাস। নির্দিষ্টভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড। আর দুই, অ্যাডাপটেশন– বাংলায় অভিযোজন, অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বা খাপ খাইয়ে নেওয়া। জলবায়ু বদল হবেই– এ কথা মাথায় রেখে, নিজেদেরকে তার সঙ্গে মানিয়ে বেঁচে থাকা। এই দুই উদ্যোগের মধ্যে কোনটি বেশি জরুরি তা নিয়ে চলছে জোরদার বিতর্ক। কর্পোরেট এবং তাদের সহযোগীরা চাইছে, ওই অর্থের বেশিরভাগটা ব্যবহার হোক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তার প্রসারের কাজে। যাতে তাদের মুনাফার কোনো ছেদ না পড়ে। আর মূলত বিকাশশীল দেশগুলি চাইছে, জলবায়ু বদলের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যাতে এই বদলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তার জন্য অর্থ বরাদ্দ হোক।

এই দুই ধরনের উকিলরাই কিন্তু চলতি উন্নয়ন ব্যবস্থার পক্ষে। ভাবটা এমন যেন নতুন প্রযুক্তি এলে বা মানুষ মানিয়ে নিতে শিখলে, জলবায়ু বদল রুখে দেওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, প্রকৃতিকে লুঠে নেওয়া শিল্প সভ্যতা এবং লাভ ও লোভের সংস্কৃতিকে কেউ প্রশ্ন করছে না। জলবায়ু বদলকে ঘিরে থাকা ন্যায়ের প্রশ্নটিও এখানেই লুকিয়ে রয়েছে, যা বুঝতে কিছু তথ্য দেখে নেওয়া

যাক–

- গত ৭০ বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এই বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে পৌঁছলেই তা বিশ্বের জলবায়ু আর পরিবেশকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে।
- ২০২০ সালে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ছিল প্রায় ৩৮ গিগাটন (কোভিডের কারণে এবছর আর্থিক কাজ প্রায় বন্ধই ছিল)।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২১০০ সালে ১.৫ ডিগ্রিতে বেঁধে রাখতে গেলে ২০৩০-এর মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হওয়া উচিত ১৮.২২ গিগাটন। অর্থাৎ ৮ বছরের মধ্যেই, গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ২০ গিগাটন কমিয়ে আনতে হবে। আর একইসঙ্গে এই হার ধরে রাখতে হবে।
- ভারতে বছরে মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ১.৮ মেট্রিক টন, যেখানে আমেরিকায় ১৫.২ মেট্রিক টন। চিনের মাথাপিছু নির্গমন ৭.৪ মেট্রিক টন।
- সারা পৃথিবীতেই ধনীদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা একইরকম– তা তাঁরা যে দেশেই থাকুন না কেন।
- সামগ্রিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৫২ শতাংশের জন্য দায়ী পৃথিবীর ৯ শতাংশ ধনী মানুষ– যারা সংখ্যায় মাত্র ৬.৫ কোটি। এর মধ্যে আবার এক শতাংশ ধনী, সামগ্রিক নির্গমনের ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী।
- পৃথিবীর মাত্র ১০০ টি বড় কোম্পানি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ৭১ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী।

সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপ। ২০০৯-এর আয়লা ঘূর্ণিঝড়ের পরেও এই দ্বীপের নদীর একদম ধারের একটি অংশে বাস করত কিছু হত দরিদ্র পরিবার। কিন্তু ২০২১-এ গিয়ে তাদের কোনো হদিস পায়নি যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাদের বক্তব্য, নিরন্তর ছোট, বড় নানা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এই পরিবারগুলি। অধ্যাপক সুগত হাজরার নেতৃত্বে এই সমীক্ষা হয়েছিল।

ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ তাদের বেশ কয়েকটি রির্পোটে উল্লেখ করেছে, ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে জলবায়ু বদলের কারণে।

এক নামী দাতা সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে, দিল্লি শহরে বসবাসকারী শ্রমিকেরা তীব্র গরমের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে অসহ্য দাবদাহের ফলে ঘরদোর ঠাণ্ডা করার জন্য তাদের মধ্যে ওয়াটারকুলার ব্যবহার বাড়ছে। অর্থাৎ গরম বাড়ার ফলে, এক দিকে তাদের আয় কমছে। অন্যদিকে খরচও বেড়ে যাচ্ছে।

কাউন্সিল অন এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার সংস্থার সমীক্ষা বলছে, উষ্ণায়নের কারণে বাড়বে গরম। তার জন্য বাড়াতে হবে বিদ্যুতের উৎপাদন। আর নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজন হবে ২ লক্ষ কোটি টাকার ওপর বিনিয়োগের।

উদাহরণের কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাদের কোনো ভূমিকা নেই। যারা প্রকৃতি বা পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই প্রতিদিন করে চলেছে, তারাই বঞ্চিত হচ্ছে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে। তাদের ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাচ্ছে। শিল্প সভ্যতা, লাভ ও লোভের অর্থনীতি-সংস্কৃতি এবং সম্পদশালীদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফল ভুগছে প্রকৃতি পরিবেশ আর পৃথিবীর নব্বই ভাগ মানুষ। তাই ধান্দার ধনতন্ত্রের বদলে ন্যায়ের প্রশ্নটি জলবায়ু বদল রোখার জন্য সবথেকে জরুরি। চলতি শিল্প সভ্যতা এবং লাভ ও লোভের সংস্কৃতিতে রেখে ন্যায় এবং নৈতিকতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেওয়া অসম্ভব, কারণ এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে অন্যায়। প্রকৃতি, পরিবেশ শোষণের ইতিহাস।

মতামত নিজস্ব

জলবায়ু বদল নিয়ে ভণ্ডামি

২৮/৫১

গত নভেম্বর মাসে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে মিশরে যে কপ-২৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিশ্বের তাবড় নেতা মন্ত্রীরা যোগ দিলেন

এই সম্মেলনে। তারা সবাই বিমানে চেপে এসেছিলেন। আপনারা জানেন বিমান থেকে প্রচুর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, যা বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার জন্য দায়ী। ফ্লাইট রাডার টোয়েন্টি ফোর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে ৪ থেকে ৬ নভেম্বর ৩৬টি ব্যক্তিগত বিমান মিশরের শার্ম আল শেখ শহরে অবতরণ করেছে। এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। এই শহর থেকে আবার ৬৪টি বিমান উড়ে গেছে কায়রোতে। এসব বিমানগুলি যাতায়াত করেছে ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বলা হচ্ছে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি বিমানবন্দর থেকে ব্যক্তিগত বিমান মিশরে গেছে। ফ্লাইট রাডার টোয়েন্টি ফোর বলেছে, হয়তো এর চেয়েও আরো বেশি সংখ্যক ব্যক্তিগত বিমান মিশরে গেছে যা তারা চিহ্নিত করতে পারেনি।

চাল, গম, চিনির জন্য বহাল পাটের বস্তা

২৮/৫২

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে চাল, গম ও চিনি প্যাকেটজাত করার ক্ষেত্রে পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বহাল রাখার অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এই নিয়ম অনুসারে খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ এবং চিনির ক্ষেত্রে ২০ ভাগ চটের ব্যাগ ব্যবহার যেমন বাধ্যতামূলক হবে, আর এই অনুমতির ফলে বিশেষভাবে লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গ।

জাতীয় অর্থনীতিতে পাট শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৭৫টি পাট কলে কর্মরত কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর রুজি-রোজগার এই শিল্পটির সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয়, প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবারের অন্ন সংস্থান হয় এই শিল্পটি কেন্দ্র করে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার পাট শিল্পও এজন্য উপকৃত হবে। পাটের ব্যাগের বাধ্যতামূলক ব্যবহার দেশের কাঁচা পাটের উৎপাদনকে চাঙ্গা করবে বলে মনে করছে মন্ত্রীসভা। এতে অর্থনীতির সঙ্গে পরিবেশও কিছুটা দূষণমুক্ত হবে।

শ্রীঅন্নের মা লহরি বাঈ

২৮/৫৩

মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক শহরের কাছেই ডিন্ডোরি জেলা। এই জেলায় রয়েছে প্রচুর জঙ্গল। আর এই জঙ্গলের মধ্যে এবং আশেপাশে বাস করে আদিবাসীরা। জঙ্গলময় শিলপিডি এরকমই একটি গ্রাম। নর্মদা নদীর উৎস হিসেবেও পরিচিত এই গ্রাম। এখানে বাস করে বৈগা আদিবাসীরা। সেরকমই একটি বৈগা আদিবাসী পরিবারের কর্ত্রী লহরি বাঈ। তিনি জি-টোয়েন্টি সামিটে কৃষি মন্ত্রকের দূত নির্বাচিত হয়েছেন।

লহরি বাঈ তার নিজের খরচে ১৫০টি স্থানীয় জাতের মিলেট বা 'শ্রীঅন্ন' সংরক্ষণ করছেন। শুধু সংরক্ষণ নয়, ২৭ বছর বয়সী লহরি বাঈ বিভিন্ন মিলেটের বীজ আশেপাশের ২৫টি গ্রামে বিতরণও করেন। গত ১০ বছর ধরে তিনি মিলেটের বীজ সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁর কুড়ে ঘরে মাটির হাঁড়িতে এই বীজ সংরক্ষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, সবুজ বিপ্লবের চাষের ফলে তাঁদের আসল খাদ্য 'শ্রীঅন্ন' শেষ হয়ে যাচ্ছে। জোর করেই তাদের এই খাদ্য পরম্পরাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে— এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। শ্রীঅন্ন রক্ষা করা তাই তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি এই বীজগুলি চাষিদের দেন। যেসব চাষিদের ফলন ভালো হয়, তাদের থেকে নতুন বীজ নিয়ে তিনি পরের বছরের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন। এর সঙ্গে তিনি নিজেও ছোট ছোট জমিতে প্রত্যেকটি জাতের মিলেট চাষ করেন।

সমবায়ের প্রসার

২৮/৫৪

সমবায় আন্দোলনকে একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে শক্তিশালী করার কর্মসূচি অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এই কর্মসূচিতে, দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি (প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি বা প্যাক্স) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সমবায়গুলি মাছ চাষি, পশুপালক এবং দুধ ও মাংস উৎপাদকদের সহায়ক হবে বলে মনে করছে মন্ত্রীসভা। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, আগামী ৫ বছরে এ ধরনের ২ লক্ষ সমিতি গড়ে তোলা হবে। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির পঞ্চায়েত এবং যেসব গ্রামে বড় বড় জলাশয় রয়েছে, সেখানে মাছ পালনে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি

সহায়তা করবে। নাবার্ড, ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি) এবং ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভলপমেন্ট বোর্ড (এনএফডিবি) এই কাজে আর্থিক সাহায্য করবে।

এর ফলে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির সদস্যরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন। যেসব গ্রামে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি সক্রিয় নয়, অথচ তাদের পুনর্গঠনও করা যাচ্ছে না, সেখানে নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। মন্ত্রীসভা মনে করে, সমবায় আন্দোলন জোরদার হলে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী, মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী ছাড়াও নাবার্ড, এনডিডিবি এবং এনএফডিবি-র প্রধানরাও এই কমিটিতে রয়েছেন। বর্তমানে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পঞ্চায়েতে কোনো প্যাক্স নেই। দেশের প্রায় ২ লক্ষ পঞ্চায়েতে দুগ্ধ সমবায় সমিতিও নেই।

সুস্বাস্থ্যে বেল ২৮/৫৫

গরমের সময়ের একটি উপকারী ফল হল বেল। যারা হজমের সমস্যা, পেটে গ্যাস জমে থাকাসহ নানা সমস্যায় ভুগছেন, তারা প্রতিদিন বেল খেতে পারেন। রোজ বেল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায়, পেটে ঘা বা আলসার হয়। এই সমস্যা সমাধানে সপ্তাহে ৩ দিন করে বেলের শরবত খাওয়া যায়। এছাড়া বেলের পাতা ভিজিয়ে সেই জল খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কমে। যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে, তারা নিয়মিত খেতে পারেন বেল। এক্ষেত্রে বেল বিশেষ উপকারী। এতে থাকে মেথানল যা ব্লাড সুগার কমায়। তবে ডায়াবেটিস রোগীরা শরবত না খেয়ে শুধু বেল খেলে ভালো হয়। গেঁটে বাত বা আর্থারাইটিসের সমস্যায় শরীরের বিভিন্ন জোড়ে ব্যথা হয়। নিয়মিত বেল খেলে জোড়ের ব্যথা অনেকটাই কমে।

বেল খুব ভালো শক্তিবর্ধক। ১০০ গ্রাম বেল থেকে পাবেন ১৪০ ক্যালোরি শক্তি। বেল দ্রুত হজমেও সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে ২-৩ বার বেল খাওয়া ভালো।

তবে প্রত্যেকের শরীর ও তার সমস্যা আলাদা। তাই কোনো খাবার একজনের জন্য উপকারী হলেও অন্য কারও শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যে কোনো খাবার ওষুধ বা পথ্য হিসেবে খেতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু